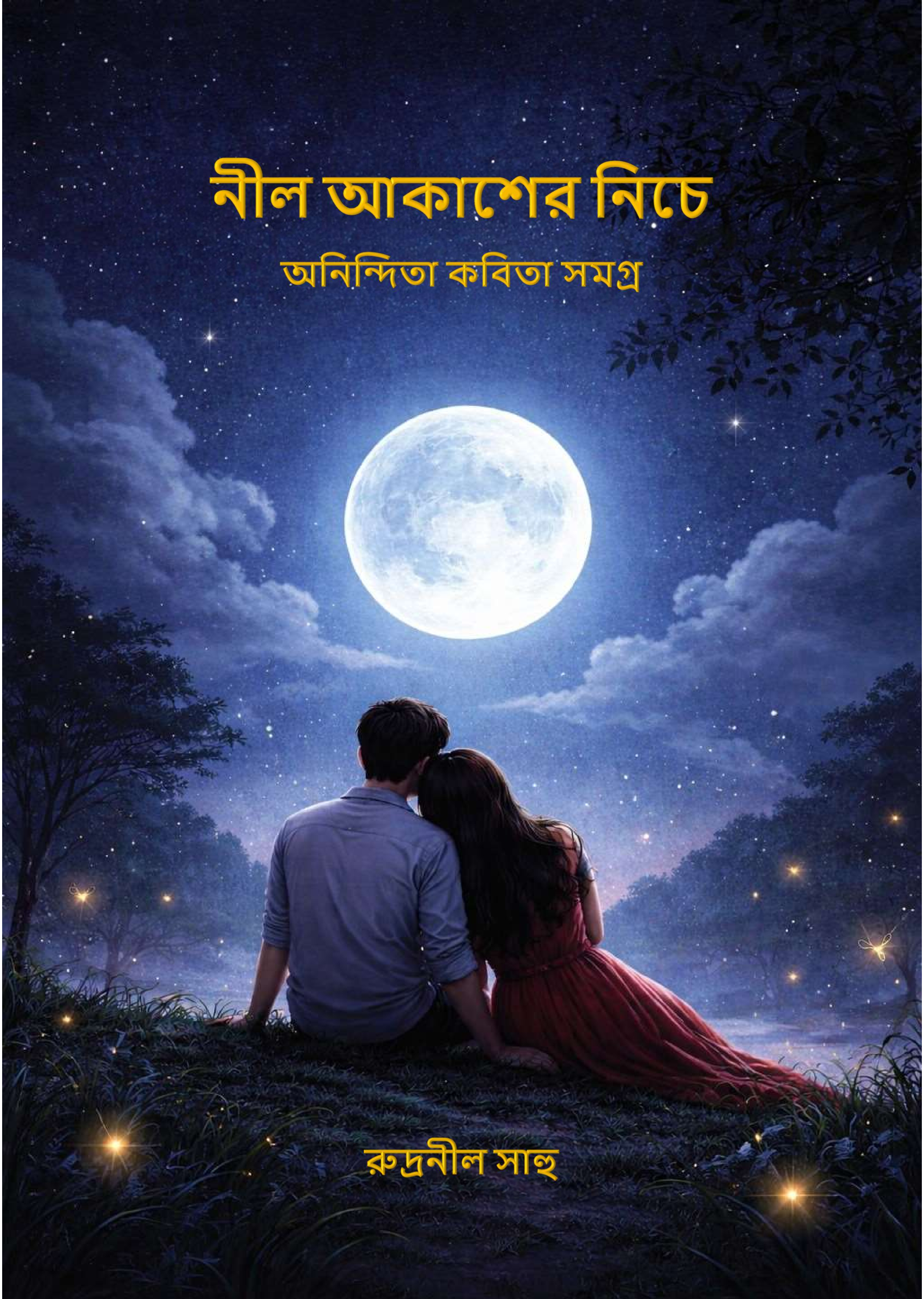

নীল আকাশের নিচে
অনিন্দিতা কবিতা সমগ্র
রুদ্রনীল সাহু

"সবটুকুই আমার মুন: অনিন্দিতার
জন্য"

দায়স্বীকার

এই বইয়ের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক
সৃজনশীল রচনা। কোনো ব্যক্তি, ঘটনা
বা বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মিল থাকলে
তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। পাঠকের ব্যাখ্যা
ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল।

গ্রন্থের নাম: **নীল আকাশের নিচে**

লেখক: রুদ্রনীল সাহু

প্রথম প্রকাশ: ২০২৬

প্রকাশক: **ভালোবাসা ক্যাফে**

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রুদ্রনীল সাহু

মুদ্রণ: *Sahu & Sahu Press*

নীল আকাশের নিচে

“অনিন্দিতা কবিতা সমগ্র”

রুদ্রনীল সাহু

ভূমিকা

এই বইটি শুধুমাত্র কবিতার সংকলন নয়, এটি এক যাত্রার নীরব দলিল।

“নীল আকাশের নীচে” সেই সমস্ত অনুভূতির সমষ্টি, যা শব্দে ধরা পড়লেও সম্পূর্ণভাবে কখনও প্রকাশিত হয় না।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে দু’টি মানুষের এক দীর্ঘ আলাপ”: একটি সম্পর্কের শুরু হওয়ার আগের সময়, যেখানে বন্ধুত্ব, দ্বিধা, কৌতূহল এবং অজানা এক টান একসাথে জড়িয়ে থাকে। সেই কথোপকথনগুলোই পরবর্তীতে রূপ নিয়েছে কবিতায়, অনুভূতির স্তরে স্তরে। এই বইয়ের প্রতিটি কবিতা এক একটি মুহূর্তের

প্রতিচ্ছবি—কখনও গভীর ভালোবাসা, কখনও নীরব অভিমান, কখনও বা অকারণ আনন্দ। এখানে ‘নীল’ এবং ‘মুন’ কেবল দুটি নাম নয়, বরং দুটি অস্তিত্ব, একটি অসীমতার প্রতীক, অন্যটি তার আলোর। এই লেখাগুলি কোনও পরিকল্পিত সাহিত্যকর্ম নয়; বরং এগুলি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ। হয়তো কোথাও অসম্পূর্ণ, কোথাও অতিরিক্ত সরল, কিন্তু প্রতিটি লাইনে রয়েছে একান্ত সত্যতা। এই বইটি উৎসর্গ করা হলো সেই মানুষটিকে, যার উপস্থিতি এই সমস্ত শব্দের জন্ম দিয়েছে। যার জন্য নীল আকাশের বিস্তৃতির মধ্যেও একটি নির্দিষ্ট আলো খুঁজে পাওয়া যায়।

শেষে, পাঠকের কাছে “একটি অনুরোধ”: এই লেখাগুলিকে শুধুমাত্র পড়বেন না, অনুভব করার চেষ্টা করবেন। কারণ এই বইয়ের প্রকৃত অর্থ

শব্দের মাঝে নয়, শব্দের ফাঁকেই লুকিয়ে আছে।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১

গল্পের শুরু

~নীল ও মুন

এই কথোপকথনটি নীল এবং মুনের প্রথম পরিচয় ও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এক আন্তরিক আলাপচারিতার অংশ। অচেনা দু'জনের সাধারণ বার্তা বিনিময় থেকে শুরু হয়ে এটি ধীরে ধীরে এক গভীর অনুভূতির দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে কৌতূহল, যত্ন এবং নীরব আকর্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নীল: হাই, আমি নীল। ছবিগুলো হোয়াটসঅ্যাপ করেছি ...দেখো।

মুন: এবাবা! ভাগ্যিস বলেছিলে, ধন্যবাদ...ধন্যবাদ।

নীল: হাহা, ওয়েলকাম!

মুন: তুমি কি সবই এডিট করছো?

নীল: হ্যাঁ, একটু সময় লাগবে, পরে পাঠাবো।

মুন: ঠিক আছে, অপেক্ষা করছি।

নীল: তুমি কোথায় আছো এখন?

মুন: ট্রেনে,আমাদের যাত্রা সুদির্ঘ হবে মনে হচ্ছে।

নীল: আচ্ছা, সাবধানে যেও।

মুন: তুমি এত কেয়ারিং কেন?

নীল: জানি না, অভ্যাস হয়ে গেছে।

মুন: মজার মানুষ তুমি।

নীল: তুমি কি সবসময় এমন হাসো?

মুন: শুধু তোমার সাথে কথা বললে।

নীল: তাহলে কথা বলা যাক?তোমার মুখে হাসি ফোটাতে পারি যদি!!

মুন: হ্যাঁ।

নীল: আমাদের আলাপের পর্ব কবে শুরু হবে?

মুন: দেখি কোথায় নিয়ে যায় এই আলাপ।

মুন: তুমি কি সবসময় এমন রাত জেগে কথা বলো?

নীল: যদি তুমি থাকো, তাহলে।

মুন: অদ্ভুত না? অচেনা হয়েও পরিচিত মনে হয়।

নীল: হয়তো চাঁদের কোনো অজানা টান আছে।

মুন: তুমি সবকিছুকে কবিতা বানাতে পারো।

"কানে কানে বলি তুমি

শোনো বার বার”

নীল: হাহা! কারণ তোমার শুনতে চাওয়ার ধৈর্য্য আছে শেষ।

হ্যাঁ..বলো না..বলো না..

আমি শুনি দিয়া মন...

ওপার থেকে...বলে একজন॥

তাইতো বলি...

“কানে কানে বলি আমি

তুমি...শোনো বার বার”॥

মুন: আমরা কি সত্যিই কথা বলা শুরু করেছি, নাকি শুরু হওয়ার আগে থেমে আছি?

নীল: যদি থেমে থাকি, আমি চাই এই থামাটা তোমার পাশে হোক।

মুন: তুমি কি আমাকে সত্যিই চেনো?

নীল: না, কিন্তু চেনার ইচ্ছেটা সত্যি।

মুন: তাহলে একদিন দেখা হবে?

নীল: যদি চাঁদ রাজি থাকে।

মুন: চাঁদ তো সবসময় দেখে।

নীল: তাহলে সেই চাঁদের নিচেই শুরু হোক আমাদের গল্প।

মুন: আমি অপেক্ষা করব।

নীল: আর আমি খুঁজে নেব তোমাকে সেই নীরব আলোয়।

"অপেক্ষারত আমি: ওপরে ভাবে একজন...

রাত হয়েছে: হোক না

ঘুম আসছে: আসুক না

ছন্দে থাকুক .... পেঁচা-পেঁচির গুঞ্জন"।

মুন: তখন কি তুমি বলবে কিছু?

"ও আমার কবি হয়ো না তুমি রবি"

নীল: হ্যাঁ, হয়তো শুধু বলব—তুমি-ই
সেই মুন: একটা আস্ত কবিতা!

অধ্যায় ২

স্বপ্নের দেশের রিজার্ভেশন

~মুন

তোমার খুশিতে হাসি আমার,
তোমার দুঃখে বুকটা ভারি–
সবটুকু পথ হাঁটতে চাই,
যদি হাতটা ধরো তুমি…

শোনাবো মনটাকে খুলে,
শুধু সোনার মানুষ তুমি–
অপেক্ষার প্রতিটা ক্ষণে
থাকবো নিঃশব্দে পাশে…

গল্প হোক বা সত্যি হোক,
তোমায় চাই সমানভাবে–
স্বপ্নের ভেতর, জাগা চোখে,
থাকবো তোমার ছায়া হয়ে…

তোমার পাওয়ার ভেতরেই তো,
লুকিয়ে আছে আমার খুশি–
পেছন নয়, পাশে এসে
হাতটা বাড়াও আবারও তুমি।

অধ্যায় ৩

আলিঙ্গন

~নীল

তোমার খুশিতেই আমি হাসি,
তোমার হাসিতেই আমি খুশি।

রাজি আমি তোমার সাথে,
হাত রেখো আমার হাতে,
চলো যাই সুদূরে...

ক্লান্ত হলে ল্যাধ খেও,
রয়েছি তো আমি—
আমি করে দেব রান্নাবান্না... তুমি শুধু
রান্না খেও।

আমি চাই খুশি রাখতে—

সে যে পরম সৌভাগ্য,

সারাজীবন থাকবো পাশে, বলবো ডেকে “ও গো শুনছো...

এবার তাহলে জবাবটা দাও,

কি কি খাবার খেতে তুমি চাও...

সব হতে রাজি তোমার জন্য,

থাকবে তুমি হিয়া মাঝে—

বাসবো ভালো মনটা ভরে।

অধ্যায় ৪

প্রথম দেখা

~নীল

শীতের স্নিগ্ধ পরশে এলোমেলো তোমার
কেশ

তাকিয়ে চাঁদের পানে মনে আসে
তোমার মুখখানি: দেখতে লাগে বেশ!

প্রথম দেখা তেই ভালোবেসে ফেলেছি

মিঠে রোদে ধরেছি তোমার গান

অনেক কথা বলতে চাই: তাই কাছে
এসেছি॥

সুযোগ পাই কোনোদিন যদি, লিখতে
বসবো এক গল্প, নাম দেবো “তোমায়
ভালোবাসি”।

অধ্যায় ৫

আভিমানের পালা

~নীল

ও গো শুনছো তুমি? বলছি আমি–

রাগটা ভীষণ দামী!

গড়তে পারি, ভাঙতে পারি!

বারে বারে… তুমি জিতো… আমি হারি!

সহজ ভাবে বলছি তোমায়– দেখতো একটি বার,

পাশে থাকলে তোমায়, আমি দেখতে থাকি বার বার…

ছাড়বো না এই হাতখানি– কথা দিলাম,
এইটা যেন,

আমার ছন্দ তোমার তোরেই– মন দিয়ে
শুনো…

হঠাৎ করে ভিড়ের মাঝে মুখ-খানি
দেখতে,

চেয়েছি শুধু তোমায় পেতে…

চেয়েছি তোমায় জড়িয়ে ধরতে…

চেয়েছি তোমায় আগলে রাখতে…

বিষয়বস্তু ভালোবাসা– পরীক্ষা দিতে
রাজি আমি,

তাই যাবো তোমার স্বপ্নের দেশ…

তোমায় ছাড়তে চাই না যদিও আমি…

পরীক্ষার পালা হলেও হবে শেষ!

অধ্যায় ৬

অভিমানের পর

~নীল

তোমার অপেক্ষায়… দাঁড়িয়ে থাকি
দ্বারে,

যে বাঁধনে বেঁধেছো যে মোরে…

অপ্রতিম মিষ্টি হাসি তোমার দেখতে চাই
শুধুই,

সময়-অসময়ে পাশে চেয়েছি যে
তোমায়…

ভাঙিয়ে দেবো রাগ– অভিমান যদি
করো তুমি,

সারাদিনে দাঁড়িয়ে আছি ওই পানে চেয়ে
…

মরুভূমির মরীচিকা হয়ে– শুধু তুমি
আর তুমি…

তুমি দাঁড়ালে দুয়ারে যে মোর, আমি দর
খোলার অপেক্ষায়…

পূর্বেও বলেছি… এখনো বলছি:

রয়ে যেও এই হিয়া মাঝে… হারাতে
দিচ্ছি না তোমায়।

অধ্যায় ৭

অনিন্দিতা

~নীল

কই গো তুমি··· কী করছো, তা বলবে?

হাত ধরবো শক্ত করে, বলবো–

"আশি বছর সাথে চলবে?"

পেতে চাই যে তোমায়, একসাথে
কাটাবো যে সময়,

স্বপ্নের দেশে তোমাকেই পাবো– এই
ভেবেই আমি ঘুমাই···

থাকবো পাশে, চলবো সাথে– আমি যে
শুধু তোমারই,

এনে দেবো অনেক ভালোবাসা, না
খুঁজে তার কারণই···

আমি তো চাই তোমাকে সারাজীবন–
পাশে থাকতে আমার,

বাঁধবো ঘর তোমার সাথে, সুখের
সংসার হবে তোমার-আমার···

কই গো তুমি··· কী বলছি আমি, যায়
কি তা শোনা?

তুমিই আমার ভালোবাসা··· তুমিই
আমার অনিন্দিতা।

অধ্যায় ৮

বন্দি করেছ যে মোরে

~নীল

বলতে চাই অনেক কথা…

যাক না লেগে সারাজীবন…

শুনবো তোমায় মন দিয়ে,

দেখবো তোমায় মন ভরে…

রাখো হাতের হাত, ধরবো তোমায় জড়িয়ে,

মনটা যে তোমার খাঁচাতেই বন্দি আছে …

ও গো… তুমি কি শুনতে পাও?

আমি বন্দি হয়েই থাকতে চাই–

জন্ম ধরে।

অধ্যায় ৯

আশা-ভালোবাসা

~নীল

ভরসা দেবো… ভালোবাসা দেবো,
অধিকারেই নিও আমায়…

আমি তোমার নীল আকাশে
স্বপ্ন হয়ে ভাসতে পারি,
চাইলেই তুমি– মেঘের শীতলতায়
সূর্যের তেজও এনে দিতে পারি…

চাইলে আমি হতে পারি
বিশাল এক নদী– ঠিক যেমন সেই নীল নদ,

বারে বারে পড়বো তোমার প্রেমে,
আর লিখবো চিঠি প্যাপিরাসে...

লিখিত পত্র জমা রেখো,
যত্ন করে আগলে রেখো...

পাবো তোমার সঙ্গ আমি–
জীবনটা আমার ধন্য হবে,
এই আশাতেই থাকি শুধু...
কবে আমাদের আবার দেখা হবে।

অধ্যায় ১০

ক্যামেরার অন্তরালে

~নীল

পাঠিয়েছো যে ছবি…
দেখে তোমায়– হতে চাই কবি…

কবিতা লিখবো একদিন সুন্দর,
তুমি হবে সেই কবিতার লাইন…
হয়তো তুমি একটিই সম্পূর্ণ কবিতা,
নয়তো আমি কবিই নই…

ওই যে চোখে দেখেছি– ভালোবাসার
স্বপ্ন,

কল্পনা জুড়ে তুমি আছো, হৃদয় জুড়ে
তোমার উপস্থিতি…

দেখবো তোমায় মন ভরে, সারাক্ষণ…

ওই দু’ চোখেই দেখেছি–
আমার বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ…

তাই তো বলি–
দেখবো তোমায়…
তুমি পাঠিয়েছো যে ছবি।

অধ্যায় ১১

আবারও হল অভিমানের পালা

~নীল

নীরব সন্ধ্যার প্রান্তে
তোমার চোখে চেয়ে থাকি আমি…
আমার কথার আঙিনায়
তোমারই গল্পেরা বড় দামী…

ভুল-ভ্রান্তির অবসরে
খুঁজে নিতে চাই সেই ছোট্ট কারণ,
অভিমানের পাতায় লুকিয়ে থাকে

ভালোবাসার মৃদু আবদার…

ও গো… শুনছো?
কথা বলাতে নেই তো কোনো বারণ…

বাতাসের কানে প্রশ্ন রেখে যাই–
প্রতিক্ষণে যেন তোমায় পাই…

ও গো সোনা…
তুমি কি শুনছো না,
নাকি রয়েছো এখনও ঘুমিয়ে?

ঘুম ভাঙানোর উপায় জানি–
যাবো কাছে… ধরবো তোমায় জড়িয়ে।

অধ্যায় ১২

তোমাকেই চাই

~নীল

আমি জানি– তুমি আমার সাথে
সারাজীবন থাকবে,

কোথাও যাবে না আমায় ছেড়ে…

মনের আঙিনায় তোমারই বাসস্থান,

সারাজীবন যেন ভালোবাসা যায় বেড়ে

আমার খুশি তোমায় নিয়েই,

সারাজীবন– প্লিজ থেকো আমার সাথে
…জড়িয়ে ধরে রাখবো তোমায়,

প্রেম বাড়বে… তোমায় পেলে।

অধ্যায় ১৩

আবদার

~নীল

ওই সোনা… তুমি কোথায় গেলে?
আমি যে খুশি তোমায় পেলে…

সারাটা জীবন রাখবো তোমায় ভালো,
তুমি যে আমার– রাতের চাঁদে
জ্যোৎস্নার আলো…

চাঁদের মুখখানি অনেক ফিকে,
তুমি– যেই না চেয়েছো আমার দিকে…

একটা তুমি কথা দেবে?

আদর করে কাছে নেবে?

হাত ধরে চলতে পারি,

খুশি তোমায় রাখতে পারি,

ভালো তোমায় বাসতে পারি,

পারি তোমায় শুনতে…

পাশে থাকলে তুমি– পারি অনেক স্বপ্ন বুনতে…

কি গো সোনা… শুনতে কি পাও?
ডাকছি যে আমি,

হলো যে সকাল– তাই ঘুম ভাঙাতে এলাম আমি!

করবো আদর, করবো যত্ন– রাখবো খুশি তোমায় সারাটা জীবন,

বছর বছর বেসে যাবো ভালো, থাকুক
বা নাই থাকুক তার কারণ!

অধ্যায় ১৪

সুপ্রভাত

~নীল

আগে জানাই শুভ সকালের মিষ্টি
শুভেচ্ছা…

তোর সাথেই দেখবো জীবন– এটাই
আমার ইচ্ছে…

তোকে নিয়ে আমার কৌতূহল,

সত্যি– আমিও চাই, তুই সারাজীবন
আমার হাতটা ধরে চল…

এসেছি যখন– নিয়ে যাবো,

আমি চাই, সবসময় তোকে পাশে পাবো
…

তোর চোখে হারাই আমি,

তুই পাশে থাকলে শান্তি– তোকে বাসি অনেকটা ভালো,

তুই যে আমার রাতের চাঁদ– জ্যোৎস্নার আলো…

দু’ হাত ভরে খুশি এনেছি,

তুই আমায় কতটা ভালোবাসিস– সেটাও জেনেছি…

তুই আমার Moon সোনা,

মিষ্টি বউ, পুচু-সোনা,

নামের বাহার অনেকখানি,

ভালোবাসতে আমিও জানি…

তোর মধ্যে হারাই আমি– দেখেছি ওই দু
’ চোখ,

আমিও চাই– চিরটা জীবন সুখের
সংসার হোক…

অন্তরে অন্তরে ভালোবেসেছি,

ক্ষণে ক্ষণে কাছে এসেছি– পেয়েছি
তোকে…

তুই আমার “মুন” সোনা,

মিষ্টি বউ– চাঁদের কোণা…

তোর খুশিতে আমি খুশি,

তোর দুঃখে… দুঃখী…

তাই তো বলি–

তোর সাথেই দেখবো জীবন– হয়েছি যে
আমরা আবদ্ধ,

চলবো ওই তোর হাতটা ধরে– হবো
একসাথে বৃদ্ধ।

অধ্যায় ১৫

নয়নে লেখা প্রেম

~নীল

রাধিকা বেশে তোমাকে দেখি,
ভরে ওঠে আমার আঁখি…

মনের জানালায় চেয়ে থাকি– তোমার তরে,
কি বাঁধনে আবদ্ধ করেছ যে মোরে…

ধরবো হাত– রব দু' জনে একই পথে,
কৃষ্ণচূড়ার কলি সেজেছে তোমার হাতে,

তোমার সৌন্দর্য ক্রমবর্ধমান– বসন্তের
সূচনার সাথে সাথে…

দেখছে আকাশ, দেখছে প্রকৃতি, শুনছে
বন্ধু বাতাস,

ওগো প্রিয়তমা– একলা চলেছি দিন-
রাত্রে,

পাশে না পেয়ে হয়েছি একটু হতাশ…

আমার ভালোবাসা তোমার নয়নে,

তোমার চোখের ওই কাজল,

তোমার ঠোঁটে সেই হাসি–

চিরতরে আমি শুধুই তোমাকেই
ভালোবাসি…

সূর্যের আলো ম্লান হয়ে আসে, আকাশে
নামে কালো,

তুমি আমার পূর্ণিমা চাঁদে– জ্যোৎস্নার আলো…

তোমার মনের কিনারায় অপেক্ষারত আমি,

হীরে-মানিক নয়– তুমি-ই আমার সবচেয়ে দামী…

বেশেছি ভালো– বলবো এটাই,

রাখবো ভালো, থাকবো ভালো,

যত্ন নেবো তোমার–

চলবো মোরা একই সাথে… তুমি হাতটা ধরো আমার।

অধ্যায় ১৬

প্রেম নিবেদন

~মুন

তোমার কপালে ছোট্ট এক ছুঁয়া,
গোপন কথার মিষ্টি এক ধোঁয়া।
শব্দহীন এই গভীর অনুভবে,
সবটুকু প্রেম আজ তোমারই হবে।
নয়তো দাবি, নেই কোনো হাহাকার
বিশ্বাসে ঘেরা এক শান্ত উপহার।
সময়ের পাতায় লেখা থাক এ ভাষা
নিঃশব্দে বোনা চিরন্তন ভালোবাসা।

অধ্যায় ১৭

স্বপ্ন-পূরণ

~নীল

পরনে লাল শাড়ি,

এসেছো তুমি আমার সাথে– আমারই বাড়ি…

পাঠালাম স্বপ্নের দেশে, চিঠিতে লিখে দরখাস্ত,

সে আমায় কতই না করেছে ব্যাস্ত…

ছেলেবেলায় দেখেছিলাম যে স্বপ্ন,

বাস্তবে আজকে হলো পূর্ণ…

সূর্য গেছে অস্তে, আকাশ হয়েছে কালো,
তুমি আমার মুন: চাঁদনি রাতে
জ্যোৎস্নার আলো

জোনাকিদের ভাসায় ভেসেছি ভালো,
শুনছে প্রকৃতি– এই আকাশ, বাতাস,
ও সমুদ্রের অবহমান প্রবাহ…

স্রোতের মাঝে হারিয়ে গেলেও ভয়
নেই–
আছি তো আমি…
ধরে নেবো তোমারে, আর বলো– রয়েছে
কোনো প্রশ্ন?

প্রশ্ন শেষ– উত্তর মিলবে সঠিক সময়েই,

অপেক্ষায় থেকো যদি– হাতটি ধরে
শোনাবো গান,

মিলবে জবাব তখনই…

ভালোবাসার অনুসন্ধানে– অনুসন্ধিৎসু
আমি,

মরিয়া হয়ে খুঁজেছিলাম যে তোমারে…

পেয়েছিলাম স্বপ্নের দেশের অনুমতি
পত্র: অমূল্য, অনন্ত, অতি দামি

অধ্যায় ১৮

প্রিয় মুন

~নীল

ঠোঁটের হালকা ভাঁজটুকুও কবিতা হয়ে
ওঠে কখনো,

তোমার রাঙা হাসিতে চাঁদও লুকোয়
নীরব লজ্জায়।

তোমার চুলের ছায়ায় হারিয়ে যাই
অজান্তে,

তোমার গন্ধে মিশে গিয়ে নিজেকেই
ভুলে থাকি।

তোমার মুখে আলো, যেন প্রথম বৃষ্টির স্পর্শ,

তুমি হাসলেই সময়টা ভরে ওঠে নরম আবেশে।

তোমার মন স্বচ্ছ, কাঁচের মতো নির্মল,

সেই গভীরে জমে আছে সীমাহীন ভালোবাসা।

তোমার কথায় মধুর সুর, নীরবতায় লুকোনো গল্প,

তুমি পাশে থাকলেই পূর্ণ লাগে প্রতিটি মুহূর্ত।

তোমার সাথে পথ চলা যেন প্রার্থনার মতো,

আমার প্রতিটি স্বপ্ন খোঁজে শুধু তোমারই ঠিকানা।

তুমি অভ্যাস হয়ে ...আমার নিঃশ্বাসে
মেশা…

তোমার নামেই বেঁধে গেছে আমার
প্রতিটি অনুভব।

চোখে চোখে যে নীরব কথা,

সেখানেই লুকিয়ে আছে আমার আজ
আর আগামীর পথ।

এসো, হাতটা ধরো–চলবো একসাথে
সারাজীবন,

একসাথে বসে বলবো মনের কথা, শেষ
না হওয়া "এক স্বল্প সময়ের গল্প।

অধ্যায় ১৯

ইচ্ছে রয়ে যায়

~মুন

ইচ্ছে করে– তার কাঁধে মাথা রেখে দু’
দণ্ড বসি,

ইচ্ছে করে– অনেকক্ষণ ধরে তাকে
জড়িয়ে ধরি…

ইচ্ছে করে– অনেকক্ষণ ধরে তার সাথে
গল্প করি,

ইচ্ছে করে– তাকে অনেক আদর করি
…

ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু উপায় কি আছে?

চাইছি যে তোমায়– নেই তো তুমি কাছে
…

কি করা যায় তাহলে, বলো দেখি প্রিয়?

ভালো-মন্দ খবরটুকু দিও…

আমি আছি– তুমিও আছো, সবটুকু ভাগ
করে নিও,

দুঃখ হোক বা সুখ– ভাগীদার সেই
আমিই হবো।

অধ্যায় ২০

শুভ জন্মদিন

~নীল

হল আজ কুড়ি বছরের রঙিন প্রভাত,
হাসির আলোয় ভরে উঠুক প্রতিটা দিন-রাত।
তোমার চোখে দেখি স্বপ্নের নীল আকাশ,
সেখানে হারিয়ে যেতে চাই বারবার: আমার নিঃশ্বাস।
তুমি আমার গানের সুর, নীরবতার কথা,
তোমার ছোঁয়ায় মুছে যায় সব ক্লান্ত ব্যথা।

কুড়ি বছরের এই দিনে রাখি ভালোবাসা
ভরা প্রতিশ্রুতি,

তোমার হাত ধরে চলবো জীবনের
প্রতিটি গতি।

শুভ জন্মদিন প্রিয়, তুমি আমার
চিরসাথী,

তোমার হাসিতেই খুঁজে পাই আমার
সবকিছু।

লেখক পরিচিতি



রুদ্রনীল সাহু বর্তমানে গণিত নিয়ে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত একজন আগ্রহী ছাত্র (প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা), যার চিন্তার জগৎ একদিকে যেমন যুক্তি, সংখ্যা ও তত্ত্বে গড়ে উঠেছে, তেমনই অন্যদিকে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে অনুভূতি, কল্পনা ও ভালোবাসার সূক্ষ্ম প্রকাশে। ছোটবেলা থেকেই তিনি সংখ্যার রহস্য ও বিন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট–বিশেষত মৌলিক সংখ্যা, তাদের বণ্টন ও জটিলতার প্রতি তাঁর আলাদা কৌতূহল রয়েছে।

গণিতের এই বিশ্লেষণধর্মী জগতের পাশাপাশি, শব্দের মাধ্যমে অনুভূতিকে প্রকাশ করার প্রতি তাঁর এক স্বতঃস্ফূর্ত টান রয়েছে। কবিতা তাঁর কাছে শুধুমাত্র সাহিত্য নয়–এটি এক ব্যক্তিগত ভাষা, যেখানে মনের অপ্রকাশিত কথাগুলি নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়। তাঁর লেখায় বারবার ফিরে আসে ভালোবাসা, অপেক্ষা, অভিমান, স্বপ্ন ও অন্তর্গত সংলাপের ছায়া।

“**নীল আকাশের নীচে**” তার প্রথম কবিতা সংকলন, যেখানে ব্যক্তিগত অনুভব ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে এক অন্তরঙ্গ আবেগের জগৎ। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি কোনো কৃত্রিম নির্মাণ নয়–বরং সময়, সম্পর্ক ও অনুভূতির স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে জন্ম নেওয়া কিছু মুহূর্তের শব্দরূপ।

গণিতের কঠোরতা ও কবিতার কোমলতা–এই দুই ভিন্ন জগতের সংমিশ্রণই তাঁর লেখার মূল সুর। ভবিষ্যতে তিনি গণিতচর্চার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী।

কিছু কথা থাকে, যা বলা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।

এই বই সেইসব না-বলা কথারই এক নিঃশব্দ সঞ্চয়। কখনও দু'জন মানুষের সহজ কথোপকথন, কখনও অকারণ অভিমান, কখনও বা দূরত্বের মাঝেও অটুট এক টান: সব মিলিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে এক ভালোবাসার নিজস্ব ভাষা। এই কবিতাগুলো কোনো সাজানো গল্প নয়—

এগুলো সময়ের সাথে জন্ম নেওয়া অনুভূতি, যেখানে প্রতিটি লাইনই কারো জন্য অপেক্ষা করে। হয়তো এই বইয়ের কোথাও তুমি খুঁজে পাবে নিজেরই কোনো অনুভব, অথবা সেই মানুষটাকে: যাকে ভেবে আজও মনটা নীরব হয়ে যায়।

ভালোবাসা ক্যাফে
প্রকাশনী
ESTD. 2024